৩৪তম নাজাত দিবস এর নিবেদন

লন্ডন থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত **Brockhampton** এর **Dictionary of World History** ৩২১ পৃষ্ঠায় ইংরেজ ও ফরাসী জাতির যুদ্ধরত ও চরমভাবে শত্রুতার শিকার জোয়ান অব আর্ক **(JoanofArc-1412-1431 A.D.)** এর সংক্ষিপ্ত জীবন যুদ্ধের ইতিহাস বিবৃত করেছে এভাবেঃ

ইতিহাসের শিক্ষার একটি উদাহরণ:

জোয়ান অব আর্ক ছিলেন একজন নব্য যৌবনভরা ফরাসী মহিলা যোদ্ধা। রাজধানী প্যারিসসহ ফ্রান্স এর কিছু অংশ তখন ইংরেজদের জবর দখলে। ফ্রান্সের রাজা সপ্তম চার্লস রাজধানী প্যারিস থেকে বিতাড়িত হয়ে দেশেই অন্যত্র গোপনে থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন করার যুদ্ধে লিপ্ত। এমনি এক সময় যুবতী সেনা জোয়ান রাজা চার্লস-৭ এর কাছে এসে নিবেদন করলেন যে তিনি অদৃশ্য থেকে একটি বার্তা পেয়েছেন এই যে, ইংরেজদের যুদ্ধে পরাজিত করে তার নিজ দেশ ফরাসী থেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে পারবেন। রাজা তাঁর সেই কথায় কতটুকু বিশ্বাস ও আস্থা করেছিলেন তা সঠিক এই পুস্তকে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ না থাকলেও যুবতী জোয়ান অব আর্ক প্যারিসের বাইরে একটি যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করে চার্লস-৭ কে বিপুল সাহস যোগান।

ইংরেজরা তখনও জবরদখলকারী হিসেবে প্যারিসে বসে নিজেরাই ফরাসী দেশের শাসনকর্তার ক্ষমতা ব্যবহার করেই চলেছিল। এ ক্ষমতার কারণে কিছু দালাল তৈরী করা তাদের জন্য কোনই কঠিন কাজ হয়নি। এমনি একদল দালাল জোয়ান অব আর্ককে আটক করে প্যারিসে অধিষ্ঠিত জবরদখলকারী ইংরেজ শাসকদের হাতে তুলে দেয়। তারা এই সুযোগে প্যারিসেরই কিছু ধর্মযাজককে দিয়ে তার বিচার করিয়ে নেয়। বিচারে ঐ দালাল যাজকরা সাব্যস্ত করে দেয় যে জোয়ান অব আর্ক বস্তুতঃ একজন 'ডাইনী (Witch)। তখন সেই পঞ্চদশ শতকের শুরুতে অর্থ্যাৎ মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় খৃষ্টান বর্বর বিচার রীতি অনুসারে এ ধরণের 'ডাইনী' বা অনুরূপ ধর্মবিরোধীদের পুড়িয়ে মারার রীতি ছিল। বস্তুতঃ জোয়ান কে ১৪৩০ সালের মে মাসে একদল দালাল ধরে ফেলে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। ইংরেজ শাসকরা অবৈধ বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে ফরাসী দালাল যাজকদের দিয়ে ১৪৩১ সালের ৩০শে মে তাঁকে পুড়িয়ে মারে।

এরপর অল্প সময়ের ব্যবধানেই ফরাসীরা ইংরেজদের নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত করে। কিন' তবুও সেই ফ্রান্সশত শত বছর ব্যাপী জোয়ানকে তার স্বীয় ন্যায্য দেশপ্রেমিকের পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়নি। অবশেষে ১৯২০ সালে জোয়ানকে এ সময়ের অন্য পাদ্রীদের বিচারে (ইংরেজ অবৈধ শাসকরা তাঁকে পুড়িয়ে মারার ৪৮৯ বছর পর) Saint বা আমাদের দেশের ভাষায় 'দরবেশ' বা 'অলি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এটুকুই উল্লেখিত আছে সেই Dictionary of World History বিশাল বইখানিতে।

এই ইতিহাস একদিকে ফরাসী জাতির জন্য যেমন অতি গর্বের তেমনি অন্যদিকে লজ্জারও বটে। কেননা, জোয়ানকে গভীর দেশপ্রেমের জন্য নিজেন জীবনটাই শুধু অকালে (মাত্র ১৯ বছর বয়সে) দান

করতে হয়নি, সেই দানের ন্যায্য স্বীকৃতি দিতেও ফরাসী জাতির প্রায় পাঁচ শতাব্দী সময়কাল পার করতে হয়েছিল। দেশপ্রেমের বুঝি এমনিই পাওনার রীতি!

পাঠক, একটু খেয়াল করুন। বাংলাদেশের পঁচাত্তরের মধ্য আগষ্টের সফল সেনা অভ্যুত্থানের নায়কদের দূর্ভাগ্যের সাথে জোয়ান অব আর্ক ও ফরাসী জাতির দূর্ভাগ্যের হুবহু মিল দেখা যায় কি না।

ওরা ছিল জানবাজ ও অতি বুদ্ধিমান মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ মূলতঃ করেছিলেন বাংলাদেশের দামাল জোয়ান ছেলেরা যদিও ভারত শেষ মূহুর্তে তার Trump Card টি ব্যবহার করে সব কৃতিত্বই কুক্ষিগত করতে থাকে ১৯৭১ পরবর্তী কালে। বিষয়টি বুঝতে কারো কারো দেরী হলেও যারা পঁচাত্তরের পনেরই আগষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটিয়ে আপামর দেশবাসীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কুড়িয়েছিলেন, তারা ছিলেন সবাই সেই একাত্তরেরই জানবাজ ও বোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা। সবাই সেনা কর্মকর্তা হবার কারণে ভারতের আধিপত্যবাদী লালসার বিষয়টি অনেকের আগেই তারা বুঝেছিলেন। আর তাই তারা দ্বিতীয়বার জান বাজী রেখে একাত্তরের সাড়ে তিন বছর পর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদের দোসর দালাল সরকারের পালের গোদা বাকশালী ডিকটেটর নেতাজীকে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদটি থেকে সঠিকভাবেই সরিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়াই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রেই কিছু জীবননাশ বা রক্তারক্তি হয়েছিল এক পক্ষে নয়-উভয় পক্ষেই। এটি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু যেহেতু দেশের ভিতরের সকল রাষ্ট্রীয় অরগ্যান সেই সেনা অভ্যুত্থানকে মেনে নিয়েছিল, এমনকি নেতার বিশেষ ঘাতক বাহিনী 'রক্ষীবাহিনী'-যা কিনা ভারতীয় জেনারেল ওবান একমাত্র নেতাকে রক্ষা করার জন্য অসাংবিধানিক ও নিয়মিত সেনাবাহিনীর বিকল্প হিসেবে সুসংগঠিত করে গড়ে তুলেছিলেন, সেই বাহিনীও কোনরূপ প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি। বিদেশেও সেই অভ্যুত্থান পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছিল, তাই সেই দিনের রক্তারক্তি কোন সাধারণ খুনখারাবী বলে আইনতঃ চিহ্নিত হবার কোনই অবকাশ ছিল না। তাছাড়া দেশের মানুষের অকুন্ঠ সমর্থন ঐ অভ্যুত্থানকে বাড়তি বৈধতা দিয়েছিল বটে। কেননা, জনগণ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী সৃষ্ট মহা আকালসহ অসংখ্য দুঃশাসনে যে ত্যক্ত বিরক্ত হয়েছিল তার প্রমাণের কোন অভাব ছিল না। জনগণ তাই সেই নেতার দূর্ভাগ্যজনক বিদায়কে বরং স্বাগত জানিয়েছিল স্বতঃস্ফুর্তভাবে। এ কারণেই ঐ নায়করা ১৯৭৫-১৯৯৬ইং পর্যন্ত একুশ বছর যাবৎ স্বাধীন ও নির্দোষ মুক্ত জীবন যাপন করেছেন।

<u>মীরজাফরের উত্তরসূরীদের সাজানো অবৈধ মামলা:</u>

১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন থেকে যে সরকারটি কোনরকম জোড়াতালি দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে, তার পালের নব্য গোদা সেই পঁচাত্তরের নায়কদের বিরুদ্ধে চরম জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে একটি 'সাধারণ খুনের মামলা' দায়ের করেন। বিচার বিভ্রাট বা বিচার বিভ্রম (Miscarriage of Justice) এর শিকার পঁচাত্তরের জানবাজ সেনা কর্মকর্তারা এই নব্য পালের গোদার আমলে সেই ভিত্তিহীন ও আইনতঃ অবৈধ মামলাটি যে পাঁচ বছরে ধাপে ধাপে Miscarriage of Justice বা বিচার বিভ্রাট বা বিচার বিভ্রম হয়েছিল, তার প্রমাণের অভাব নেই (যেমন হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বিচারকদের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নেতৃত্বে লাঠি মিছিল ও হাইকোর্ট কম্পাউন্ড ঘেরাও করে বিচারকদের ভীতি প্রদর্শন)। দেশের বিজ্ঞজনেরা ও সৎ আইনবিদরা এই বিচার

বিভ্রাট বা বিভ্রমের বিষয় ভাল করেই অবহিত আছেন। আর এভাবেই মামলাটি এখন কয়েক বছরকাল সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ঝুলন্ত হয়ে আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই বিচার বিভ্রাট বা বিভ্রমের অসহায় শিকার হয়ে পাঁচজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা বিগত বার বছর যাবৎ কেন্দ্রীয় জেলখানার কনডেমন্ড সেলে অসহনীয় ও মানবেতর জীবন যাপন করছেন। বাকী আরও কয়েকজন বিদেশ-বিভূইয়ে অতি কষ্টের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। এসব নিঃস্বার্থ ও নিখাদ দেশপ্রেমিকরা তাই জোয়ান অব আর্ক এর ত্যাগের সাথেই তুলনীয় হতে পারেন মাত্র। প্রায় পাঁচশত বছর পর কে জানে এরা হয়ত জোয়ান এর মত নিখাদ দেশপ্রেমের স্বীকৃতি পেলেও পেতে পারেন। তবে যদি পরিবেশবিদদের মতে ২০৭১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ এর বৃহত্তর অংশ পানির নীচে তলিয়ে বিলীন হয়ে যায় তাহলে সে তো ভিন্ন বিষয়।

একদলীয় বাকশাল এর উৎখাত এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ পুনরুদ্ধার বাংলাদেশের কোটি কোটি আজাদীপ্রিয় মানুষ যে পঁচাত্তরের পর বিগত প্রায় তিন দশককাল ব্যাপী বহুমত বহুপথ বা বহুদলীয় গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করছে, তার বলা যায় সব কৃতিত্বই ঐ পঁচাত্তরের ও তারই ফলো আপ হিসেবে সংঘটিত নভেম্বরের (৭৫) সিপাহী-জনতার সফল বিপ্লবটি। ওটি সেদিন সফল না হলে বাংলাদেশ থাকত একটি Animal Farm বা পশুর খোঁয়াড় হিসেবে (দেখুন, বৃটিশ প্রখ্যাত লেখক Animal Farm এর রচয়িতা জর্জ অরওয়েল)। ১৯৭২-৭৫ সময়কালের সরকার ও বিশেষ করে তখনকার পালের গোদার সফল বিনাশ সাধন করা ছাড়া বাংলাদেশের মানুষ সঠিক আজাদী আজতক যে উপভোগ করতে পারত না, তা বোদ্ধাজনেরা প্রায় সবাই জানেন-বুঝেন। ইতিহাসে বিপ্লবীদের হাতে স্বৈরাচারীদের গণতন্ত্রের কারণে খতম হবার নজীর ইংল্যান্ডে ১৬৪৯ সালে রাজা চার্লস-১, ফরাসী বিপ্লবের শেষে ১৭৯৩ সালে রাজা লুই-১৬ ও তার স্ত্রী ম্যারী এন্টয়েন্টে, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় জার নিকোলাস-২ ও তার পরিবারের এমনকি একজন বিকলাঙ্গ শিশুসহ হত্যা, ইত্যাদি উদাহরণ মজুদ আছে। এসব ইতিহাস সবার জানা থাকা সত্ত্বেও এবং সেসব ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকামী বিজয়ী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ আইনগত ব্যবস্থা কেউই নেয়নি, নেওয়ার সুযোগও ছিল না, কেননা, বিজয়ী বিপ্লবীরা আপনা-আপনি ইনডেমনিটি পেয়েছিলেন আর্ন্তজাতিক আইনের Maxim Factum Valet অনুসারে। অর্থ্যাৎ সেসব বিপ্লবীদের কাউকেই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি আসামী হয়ে। অথচ কতই না দূর্ভাগ্যজনক এই যে যারা নিজেদের জানপ্রাণ বাজী রেখে সেই অসম্ভব পরিবর্তনটি অর্থ্যাৎ একদলীয় বাকশাল খতম করা সম্ভব করেছিলেন, আমরা কি তাদের নিঃশেষ হয়ে যেতে দিতে পারি? কখনই না। কেননা, জাতীয় কৃতজ্ঞতা বলে একটি বিষয় কোন ছোট ব্যাপার নয়।

জাতীয়বাদী জোট সরকারটিও উদাসীন থেকেছে জুজুর ভয়ে:
বাংলাদেশে ১৯৯৬-২০০১ এর চরম প্রতিহিংসুক (যেমন 'একটার বদলে ১০টা লাশ, দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় বসে নিজ হাতে 'খুনী'দের ফাঁসিতে ঝুলানোর খায়েশ ইত্যাদি) সরকারের পর ভিন্ন সরকারটির (২০০১-২০০৬) ও ঐ সব নায়কদের নিয়ে উদাসীনতা লক্ষ্য করে গভীর ব্যথা পেয়েছে এদেশের খাঁটি দেশপ্রেমিকদের সবাই। অথচ, মোটামুটি যাদের গড়পড়তা আইনের জ্ঞান আছে, তারা সবাই সঙ্গতভাবে আশা করেছিলেন যে সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকারটি ঐ মহান নায়কদের প্রতি নুন্যতম সুবিচার নিশ্চিত করবে। শাসনতন্ত্রের ৫ম সংশোধনীর শক্তিতেই তা করা যেত, কেননা, ঐ সংশোধনী বাড়তি Indemnity নিশ্চিত করেছিল। সংসদীয় কার্য-পদ্ধতি এবং একটি নির্বাহিক অর্ডার দিয়েই ওদের সবাইকেই জেল-জুলুম থেকে রেহাই দিতে পারতেন। রহস্যজনক

কারণে সেদিকে যে তারা এতটুকুও পা বাড়াননি, তা দেখে মানুষ বিস্মিত হয়েছিল বৈকি। কে জানে এদেরও জুজুর ভয় ছিল কি না।

সফল সেনা অভ্যুত্থান আপনা আপনি Indemnity প্রাপ্ত বা যোগ্য দুনিয়ার ইতিহাসে নজীরের কোন অভাব নেই যে, সফল সেনা অভ্যুত্থানের নায়করা আপনা-আপনি Indemnity পান। অভ্যুত্থান বিফল হলে মাত্রই তারা অপরাধী হিসেবে বিচারের সম্মুখীন হন। অন্যথা নয়। বাংলাদেশের বর্তমান সাংবিধানিক অবস্থানও ঐ পঁচাত্তরের পরিবর্তনেরই সুফল। যা উপভোগ করছে বর্তমান প্রজন্ম।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব:

যাহোক, রাজনৈতিক সরকারের কাছে রাজনৈতিক লাভ-লোকসানই বড় কথা। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে তা হবার কথা নয়। এ কারণেই এই সরকার ওসব মুক্তিযোদ্ধা ও জানবাজ সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের প্রতি সঙ্গতভাবেই দয়াপরবশ হতে পারেন। আর সে কারণে একটি নির্বাহী আদেশের মধ্য দিয়েই ওদের জেলখানা থেকে খালাস দিতে পারেন। তাদের বিরুদ্ধে যে সুস্পষ্ট Miscarriage of Justice হয়েছে, তা নিরপেক্ষতার কারণেই বর্তমান সরকার সংশোধন করতে পারেন। এবং জরুরী অবস্থার অবকাশে তা করে ফেললে সংশ্লিষ্ট প্রতিহিংসাপরায়ণরা যে খুব একটা কিছু লাগাতার হৈ চৈ- যা করে বিচারকের ময়মনসিংহের ভাই এর সরকারী বাসাতে আগুন লাগিয়েছিল এবং একজন আসামী বেকসুর খালাস পাওয়ায় (হাইকোর্টের রায়ে) তার ভাই এর বাড়ীতে আক্রমণ করেছিল-বা অনুরূপ হট্টগোল কোনভাবেই করতে পারবে না, তা সহজেই আন্দাজ করা যায়। তাছাড়া এতদিনে সুস্পষ্ট বুঝা গেছে যে রাজনৈতিক সকল সরকারই পঁচাত্তরের আগষ্টের নায়কদের জেলখানায় অনিশ্চিতভাবে আটকিয়ে রেখে তাদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ বা জিঘাংসা চরিতার্থ করতেই থাকবে মাত্র। এ কারণেও যে তারা সবাই এখনও দেশের উন্নয়নের জন্য অনেক সম্ভাবনাময়।

৩৪তম নাজাত দিবসের প্রত্যাশা:

১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের সেই সফল অভ্যুত্থানকে দেশের প্রায় সকল মানুষই সঙ্গত কারণেই ইতিহাসের একটি নাজাত দিবস হিসেবে চিহ্নিত ও পালন করা শুরু করেছিল, সেই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালের ৩৪তম নাজাত দিবসে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র পরিসরে ওসব মহান দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার জন্য এই সবিনয় নিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সবার সামনে পেশ করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি। কেননা, ওরা অন্যায় ও অবৈধভাবে ইতিহাসে দোষী সাব্যস্ত হয়ে শেষ হয়ে গেলে, বাংলাদেশের মানুষ যে উপকারীর উপকার স্বীকার না করে অকৃতজ্ঞ চিহ্নিত হয়ে থাকবে তা আমরা অন্ততঃ নিশ্চিত। কৃতজ্ঞ জাতির মানুষ আমরা নিশ্চিত যে সবাই ওদের এখুনিই জেলখানার কনডেমনড সেল থেকে মুক্তি চায়। যথার্থ সামাজিক বীরের সম্মানের আসনে ওদের প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়-এদেশের সকল ঈমানদার মানুষ।

অধ্যাপক এম.টি. হোসেন কর্তৃক
জাতীয় নিরাপত্তা ফাউন্ডেশনের পক্ষে
পি.ও.বক্স নং-১৩৭, ঢাকা-১০০০
থেকে প্রকাশিত এবং প্রচারিত।
তাং-০১ আগষ্ট, ২০০৮